একচত্বারিংশ অধ্যায়

কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নগরীতে প্রবেশ করে কিভাবে এক রজককে বধ করলেন এবং এক তন্তুবায় ও সুদামা নামক মালাকারকে বর প্রদান করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

যমুনার জলমধ্যে অক্রূরকে তাঁর বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন ও অক্রূরের প্রার্থনা গ্রহণ করার পর অভিনেতার অভিনয় পরিসমাপ্তির মতো শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রদর্শন প্রত্যাহার করলেন। অক্রূর জল থেকে উত্থিত হয়ে পরম বিস্ময়ে ভগবানের দিকে অগ্রসর হলে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, স্নানের সময় অক্রূর আশ্চর্য কিছু দর্শন করেছেন কিনা। অক্রূর উত্তর দিলেন, "জলে, স্থলে ও আকাশে যা কিছুই আশ্চর্য বস্তু রয়েছে, তা সকলই আপনার মধ্যে বর্তমান। তাই কেউ যখন আপনাকে দর্শন করে, তখন তার আর কিছুই দেখার বাকি থাকে না।" এই বলে অক্রূর পুনরায় রথ চালনা শুরু করলেন।

কৃষ্ণ, বলরাম ও অক্রূর অপরাহ্ণে মথুরায় পৌঁছলেন। নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ যাঁরা আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ, কংস বধের পর অক্রূরের গৃহে গমনের প্রতিশ্রুতি দান করে, তাঁকে তখন নিজ গৃহে ফিরে যেতে বললেন। অক্রূর দুঃখিত অন্তরে ভগবানের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে রাজা কংসকে কৃষ্ণ ও বলরামের আগমন সংবাদ প্রদান করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালক সমভিব্যাহারে জাঁকজমকপূর্ণ নগরী দর্শনে গমন করলেন। তাঁরা সকলে যখন মথুরায় প্রবেশ করলেন, তখন নগরীর রমণীগণ কৃষ্ণকে দেখবার জন্য আগ্রহ সহকারে তাঁদের নিজ নিজ গৃহ থেকে নির্গত হলেন। তাঁরা প্রায়ই কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে তাঁদের হৃদয়ে কৃষ্ণের জন্য এক গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁকে বাস্তবিকভাবে দর্শন করে তাঁরা আনন্দে অভিভূত হওয়ায় তাঁর অনুপস্থিতিজনিত তাঁদের সকল দুঃখ দূর হল।

কৃষ্ণ ও বলরাম অতঃপর কংসের দুষ্ট রজকের সমীপবর্তী হলেন। কৃষ্ণ তার কাছে কিছু উত্তম বস্ত্র প্রার্থনা করলে, যা সে বহন করছিল, সে তা প্রত্যাখান করে এমন কি কৃষ্ণ ও বলরামকে এজন্য ভৎর্সনা করতে লাগল। এর ফলে কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তাঁর করাগ্র দ্বারা রজকের মস্তক ছেদন করলেন। রজকের সহকারীবৃন্দ তার অকালমৃত্যু দর্শন করে বস্ত্রপেটিকাসমূহ সেই স্থানে পরিত্যাগ করে

চতুর্দিকে পলায়ন করল। কৃষ্ণ ও বলরাম তখন তাঁদের বিশেষ পছন্দের বস্ত্রগুলি গ্রহণ করলেন।

এরপর এক তন্তুবায় ভগবানদ্বয়ের কাছে আগমন করে তাঁদের উপযুক্ত বেশ রচনা করলে সে কৃষ্ণের কাছ থেকে ঐহিক ঐশ্বর্য ও দেহাবসানে সারূপ্য বর প্রাপ্ত হল। কৃষ্ণ ও বলরাম তখন পুষ্পমাল্য প্রস্তুতকারী সুদামার গৃহে গমন করলেন। সুদামা ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে তাঁদের পাদপ্রক্ষালন, পাদ-অর্ঘ্য, চন্দন অনুলেপন ও স্তব কীর্তন দ্বারা সম্মান সহকারে পূজা করার পর তাঁদের সুগন্ধি পুষ্প মালায় ভূষিত করল। তাঁর অর্চনায় সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম সুদামার অভিপ্রায় অনুযায়ী বর প্রদান করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

স্তুবতস্তস্য ভগবান্ দর্শয়িত্বা জলে বপুঃ ।
ভূয়ঃ সমাহরৎ কৃষ্ণো নটো নাট্যমিবাত্মনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **স্তুবতঃ**—স্তুতিকারক; **তস্য**—তিনি, অক্রূর; **ভগবান্**—ভগবান; **দর্শয়িত্বা**—প্রদর্শন করে; **জলে**—জলে; **বপুঃ**—স্বীয় রূপ; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **সমাহরৎ**—প্রত্যাহার করলেন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **নটঃ**—একজন অভিনেতা; **নাট্যম্**—নাটকে; **ইব**—যেমন; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অক্রূর যখন স্তব নিবেদন করছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে প্রকাশিত তাঁর স্বীয় রূপ প্রত্যাহার করে নিলেন। ঠিক যেভাবে কোনও অভিনেতা তার অভিনয়ের পরিসমাপ্তি করে।

তাৎপর্য

অক্রূরের দৃষ্টি থেকে চিন্ময় আকাশ ও তার নিত্য অধিবাসীগণের দৃশ্যের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিষ্ণু রূপকেও প্রত্যাহার করে নিলেন।

শ্লোক ২

সোঽপি চান্তর্হিতং বীক্ষ্য জলাদুন্মজ্য সত্বরঃ ।
কৃত্বা চাবশ্যকং সর্বং বিস্মিতো রথমাগমৎ ॥ ২ ॥

সঃ—অক্রূর; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অন্তর্হিতম্**—অন্তর্হিত; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **জলাৎ**—জল থেকে; **উন্মজ্য**—উত্থিত হলেন; **সত্বরঃ**—দ্রুত; **কৃত্বা**—সম্পাদন করে;

চ—এবং; আবশ্যকম্—অবশ্য কর্তব্য কর্ম; সর্বম্—সকল; বিস্মিতঃ—আশ্চর্যান্বিত; রথম্—রথে; আগমৎ—গমন করলেন।

অনুবাদ

অক্রূর সেই দৃশ্যকে অন্তর্হিত হতে দর্শন করে জল থেকে উঠে সত্বর তাঁর বিবিধ অবশ্য কর্তব্য কর্ম সকল সমাপন করে আশ্চর্যান্বিত হয়ে রথে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক -

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ কিং তে দৃষ্টমিবাদ্ভুতম্ ।
ভূমৌ বিয়তি তোয়ে বা তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে ॥ ৩ ॥

তম্—তাঁকে; অপৃচ্ছৎ—জিজ্ঞাসা করলেন; হৃষীকেশঃ—শ্রীকৃষ্ণ; কিম্—কি; তে—তোমার দ্বারা; দৃষ্টম্—দর্শিত হয়েছে; ইব—বস্তুত; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত; ভূমৌ—ভূমি; বিয়তি—আকাশ; তোয়ে—জলে; বা—বা; তথা—এমন কোন; ত্বাম্—তোমাকে; লক্ষয়ামহে—আমাদের মনে হচ্ছে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভূমি, আকাশ বা জলে তুমি অদ্ভুত কিছু দর্শন করেছ কি? তোমাকে দেখে আমাদের তেমনই মনে হচ্ছে।

শ্লোক ৪

শ্রীঅক্রূর উবাচ

অদ্ভুতানীহ যাবন্তি ভূমৌ বিয়তি বা জলে ।
ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেঽদৃষ্টং বিপশ্যতঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ—শ্রীঅক্রূর বললেন; অদ্ভুতানি—অদ্ভুত বস্তু; ইহ—এই জগতে; যাবন্তি—যত; ভূমৌ—ভূমি; বিয়তি—আকাশ; বা—বা; জলে—জলে; ত্বয়ি—আপনার মধ্যে; বিশ্ব-আত্মকে—সমস্ত কিছু নিহিত; তানি—তাদের; কিম্—কি; মে—আমার দ্বারা; অদৃষ্টম্—অদর্শিত; বিপশ্যতঃ—দর্শন করে (আপনাকে)।

অনুবাদ

শ্রীঅক্রূর বললেন—ভূমি, আকাশ বা জলে যত অদ্ভুত বস্তুই থাক, তার সকলই আপনাতে বিদ্যমান। যেহেতু সমস্ত কিছুই আপনার মধ্যে নিহিত রয়েছে, তাই আমি যখন আপনাকে দর্শন করি, তখন আমার আর দর্শনের কিই বা অবশিষ্ট থাকে?

শ্লোক ৫

যত্রাদ্ভুতানি সর্বাণি ভূমৌ বিয়তি বা জলে ।
তং ত্বানুপশ্যতো ব্রহ্মন্ কিং মে দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

যত্র—যাঁর মধ্যে; অদ্ভুতানি—অদ্ভুত বস্তু; সর্বাণি—সকল; ভূমৌ—ভূমিতে; বিয়তি—আকাশে; বা—বা; জলে—জলে; তম্—সেই তাঁকে; ত্বা—আপনাকে; অনুপশ্যতঃ—দর্শন করে; ব্রহ্মন্—হে পরমব্রহ্ম; কিম্—কি; মে—আমার দ্বারা; দৃষ্টম্—দর্শিত; ইহ—এই জগতে; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত।

অনুবাদ

হে পরমব্রহ্ম, ভূমি, আকাশ ও জলের, সকল অদ্ভুত বস্তুই যাঁর মধ্যে বর্তমান, আমি এখন সেই আপনাকে দর্শন করছি, এই জগতে আর কি অদ্ভুত বস্তু আমি দর্শন করতে পারি?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র যে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রই নন, অক্রূর এখন তা হৃদয়ঙ্গম করলেন।

শ্লোক ৬

ইত্যুক্ত্বা চোদয়ামাস স্যন্দনং গান্দিনীসুতঃ ।
মথুরামনয়দ্ রামং কৃষ্ণং চৈব দিনাত্যয়ে ॥ ৬ ॥

ইতি—এইভাবে; উক্ত্বা—বলে; চোদয়াম্ আস—চালনা করলেন; স্যন্দনম্—রথ; গান্দিনী-সুতঃ—গান্দিনী পুত্র, অক্রূর; মথুরাম্—মথুরায়; অনয়ৎ—আনয়ন করলেন; রামম্—শ্রীবলরাম; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; চ—এবং; এব—ও; দিন—দিনের; অত্যয়ে—শেষে।

অনুবাদ

এই কথা বলে গান্দিনীপুত্র অক্রূর রথ চালনা শুরু করলেন। অপরাহ্ণে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি মথুরায় উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ৭

মার্গে গ্রামজনা রাজংস্তত্র তত্রোপসঙ্গতাঃ ।
বসুদেবসুতৌ বীক্ষ্য প্রীতা দৃষ্টিং ন চাদদুঃ ॥ ৭ ॥

মার্গে—পথে; গ্রাম—গ্রামের; জনাঃ—মানুষেরা; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); তত্র তত্র—স্থানে স্থানে; উপসঙ্গতাঃ—নিকটস্থ হয়ে; বসুদেব-সুতৌ—বসুদেব-

নন্দনদ্বয়ের প্রতি; বীক্ষ্য—দর্শন করছিলেন; প্রীতাঃ—প্রীত হয়ে; দৃষ্টিম্—তাঁদের দৃষ্টি; ন—না; চ—এবং; আদদুঃ—ফেরাতে পারছিল।

অনুবাদ

তাঁরা যে সকল পথ দিয়ে গমন করছিলেন, হে রাজন, সেখানেই গ্রামবাসীরা কাছে এসে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বসুদেবনন্দন দুজনকে দর্শন করছিল। প্রকৃতপক্ষে, গ্রামবাসীরা তাঁদের থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না।

শ্লোক ৮

তাবদ্ ব্রজৌকসস্তত্র নন্দগোপাদয়োঽগ্রতঃ ।
পুরোপবনমাসাদ্য প্রতীক্ষন্তোঽবতস্থিরে ॥ ৮ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ; ব্রজ-ওকসঃ—ব্রজবাসীগণ; তত্র—সেখানে; নন্দ-গোপ-আদয়ঃ—গোপরাজ নন্দের নেতৃত্বে; অগ্রতঃ—আগেই; পুর—নগরীর; উপবনম্—একটি বাগানে; আসাদ্য—এসে; প্রতীক্ষন্তঃ—অপেক্ষা করে; অবতস্থিরে—অবস্থান করছিলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য বৃন্দাবনবাসীগণ রথ পৌঁছানোর পূর্বেই মথুরায় এসে নগরীর উপকণ্ঠের একটি বাগানে কৃষ্ণ ও বলরামের অপেক্ষায় অবস্থান করছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য সকলে আগেই মথুরায় পৌঁছেছিলেন, কারণ কৃষ্ণ ও বলরামের রথটি অক্রূরের স্নানের জন্য দেরী করেছিল।

শ্লোক ৯

তান্ সমেত্যাহ ভগবানক্রূরং জগদীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রশ্রিতং প্রহসন্নিব ॥ ৯ ॥

তান্—তাঁদের সঙ্গে; সমেত্য—মিলিত হয়ে; আহ—বললেন; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অক্রূরম্—অক্রূরকে; জগৎ-ঈশ্বরঃ—জগদীশ্বর; গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; পাণিনা—নিজ হাতে; পাণিম্—তাঁর হাত; প্রশ্রিতম্—বিনীতভাবে; প্রহসন্—হাসতে হাসতে; ইব—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হবার পর জগদীশ্বর, ভগবান কৃষ্ণ বিনীতভাবে অক্রূরের হাত তাঁর নিজের হাতে গ্রহণ করে হাসতে হাসতে বললেন।

শ্লোক ১০

ভবান্ প্রবিশতামগ্রে সহযানঃ পুরীং গৃহম্ ।
বয়ং ত্বিহাবমুচ্যাথ ততো দ্রক্ষ্যামহে পুরীম্ ॥ ১০ ॥

ভবান্—তুমি; প্রবিশতাম্—প্রবেশ কর; অগ্রে—আগে; সহ—সহ; যানঃ—রথ; পুরীম্—নগরী; গৃহম্—এবং তোমার গৃহে; বয়ম্—আমরা; তু—অপরপক্ষে; ইহ—এখানে; অবমুচ্য—অবতরণ করে; অথ—তারপর; ততঃ—পরে; দ্রক্ষ্যামহে—দর্শন করব; পুরীম্—নগরী।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] আমাদের আগেই রথ নিয়ে তুমি নগরীতে প্রবেশ কর। অতঃপর গৃহে গমন কর। আমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে নগর দর্শনে গমন করব।

শ্লোক ১১

শ্রীঅক্রূর উবাচ

নাহং ভবদ্ভ্যাং রহিতঃ প্রবেক্ষ্যে মথুরাং প্রভো ।
ত্যক্তুং নার্হসি মাং নাথ ভক্তং তে ভক্তবৎসল ॥ ১১ ॥

শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ—শ্রীঅক্রূর বললেন; ন—পারি না; অহম্—আমি; ভবদ্ভ্যাম্—আপনাদের দুজনকে; রহিতঃ—বিনা; প্রবেক্ষ্যে—প্রবেশ করতে; মথুরাম্—মথুরা; প্রভো—হে প্রভু; ত্যক্তুম্—পরিত্যাগ করা; ন অর্হসি—আপনাদের উচিত নয়; মাম্—আমাকে; নাথ—হে নাথ; ভক্তম্—ভক্ত; তে—আপনার; ভক্তবৎসল—হে ভক্তবৎসল।

অনুবাদ

শ্রীঅক্রূর বললেন—হে প্রভু, আপনাদের দুজনকে ছাড়া আমি মথুরায় প্রবেশ করব না। হে নাথ, আমি আপনার ভক্ত আর যেহেতু আপনি ভক্তবৎসল তাই আমাকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নয়।

শ্লোক ১২

আগচ্ছ যাম গেহান্নঃ সনাথান্ কুর্বধোক্ষজ ।
সহাগ্রজঃ সগোপালৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চ সুহৃত্তম ॥ ১২ ॥

আগচ্ছ—আসুন; যাম—আমরা যাই; গেহান্—গৃহে; নঃ—আমাদের; স—হয়ে; নাথান্—প্রভু; কুরু—কৃতার্থ করুন; অধোক্ষজ—হে অধোক্ষজ; সহ—সহ; অগ্রজঃ—আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; স-গোপালৈঃ—গোপগণ সহ; সুহৃদ্ভিঃ—আপনার সুহৃদগণ সহ; চ—ও; সুহৃৎ-তম—হে পরম সুহৃদ।

অনুবাদ

চলুন, আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গোপগণ ও আপনার সুহৃদবর্গ সহ আমরা আমার গৃহে যাই। হে সুহৃত্তম, হে অধোক্ষজ, এইভাবে আমার গৃহের প্রভুরূপে সেটিকে কৃপা করুন।

শ্লোক ১৩

পুনীহি পাদরজসা গৃহান্ নো গৃহমেধিনাম্ ।
যচ্চৌচেনানুতৃপ্যন্তি পিতরঃ সাগ্নয়ঃ সুরাঃ ॥ ১৩ ॥

পুনীহি—পবিত্র করুন; পাদ—আপনার পদদ্বয়ের; রজসা—ধূলি দ্বারা; গৃহান্—গৃহ; নঃ—আমাদের; গৃহমেধিনাম্—গৃহধর্মে আসক্ত; যৎ—যার দ্বারা; শৌচেন—পবিত্র; অনু-তৃপ্যন্তি—তৃপ্ত হয়ে ওঠে; পিতরঃ—আমার পিতৃপুরুষগণ; স—সহ; অগ্নয়ঃ—যজ্ঞাগ্নি; সুরাঃ—দেবগণ।

অনুবাদ

আমি এক সামান্য গৃহমেধী, তাই কৃপা করে আপনার পাদপদ্মের ধূলি দিয়ে আমার গৃহটিকে পবিত্র করুন। এই পবিত্রকরণের ফলে আমার পিতৃপুরুষেরা, যজ্ঞাগ্নি ও দেবগণসহ সকলেই তৃপ্ত হবেন।

শ্লোক ১৪

অবনিজ্যাঙ্ঘ্রিযুগলমাসীৎ শ্লোক্যো বলির্মহান্ ।
ঐশ্বর্যমতুলং লেভে গতিং চৈকান্তিনাং তু যা ॥ ১৪ ॥

অবনিজ্য—প্রক্ষালন করে; অঙ্ঘ্রি-যুগলম্—চরণযুগল; আসীৎ—হয়েছেন; শ্লোক্যঃ—পুণ্যকীর্তিমান; বলিঃ—বলিরাজ; মহান্—মহামতি; ঐশ্বর্যম্—ঐশ্বর্য; অতুলম্—অতুল; লেভে—প্রাপ্ত হয়েছেন; গতিম্—গতি; চ—এবং; একান্তিনাম্—ঐকান্তিক ভক্তের; তু—বস্তুত; যা—যা।

অনুবাদ

আপনার পাদপ্রক্ষালন করে মহামতি বলি মহারাজ কেবলমাত্র পুণ্যকীর্তি ও অতুল ঐশ্বর্যই প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই নয়—তিনি শুদ্ধ ভক্তের পরমগতিও লাভ করেছেন।

শ্লোক ১৫

আপস্তেঽঙ্ঘ্র্যবনেজন্যস্ত্রীলোঁ লোকান্ শুচয়োঽপুনন্ ।
শিরসাধত্ত যাঃ শর্বঃ স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ ॥ ১৫ ॥

আপঃ—জল (প্রধানত গঙ্গা নদী); তে—আপনার; অঙ্ঘ্রি—পাদপদ্ম; অবনেজন্যঃ—ধৌত; ত্রীন্—ত্রি; লোকান্—ভুবন; শুচয়ঃ—অপ্রাকৃত; অপুনন্—পবিত্র করেছে; শিরসা—নিজ মস্তকে; আধত্ত—ধারণ করেছেন; যাঃ—যা; শর্বঃ—মহাদেব; স্বঃ—স্বর্গে; যাতাঃ—গমন করেছেন; সগর-আত্মজাঃ—সগর রাজের পুত্রগণ।

অনুবাদ

আপনার চরণধৌত অপ্রাকৃত গঙ্গা নদীর জল ত্রিভুবনকে পবিত্র করেছে। স্বয়ং শিব তাঁর মস্তকে সেই জল ধারণ করেছেন এবং সেই জলের কৃপায় সগর রাজার পুত্রগণ স্বর্গ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

দেবদেব জগন্নাথ পুণ্যশ্রবণকীর্তন ।
যদুত্তমোত্তমঃশ্লোক নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ১৬ ॥

দেব-দেব—হে দেবদেব; জগৎ-নাথ—হে জগন্নাথ; পুণ্য—পুণ্য; শ্রবণ—শ্রবণ; কীর্তন—কীর্তন (যাঁর সম্বন্ধে); যদু-উত্তম—হে যদুশ্রেষ্ঠ; উত্তমঃ-শ্লোক—হে উত্তম শ্লোক দ্বারা বন্দিত; নারায়ণ—হে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; নমঃ—প্রণাম নিবেদন; অস্তু—করি; তে—আপনাকে।

অনুবাদ

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তন! হে যদুশ্রেষ্ঠ! হে উত্তমশ্লোক-বন্দিত! হে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

আয়াস্যে ভবতো গেহমহমার্যসমন্বিতঃ ।
যদুচক্রদ্রুহং হত্বা বিতরিষ্যে সুহৃৎ প্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; আয়াস্যে—আগমন করব; ভবতঃ—তোমার; গেহম্—গৃহে; অহম্—আমি; আর্য—আমার অগ্রজ (ভ্রাতা বলরাম); সমন্বিতঃ—

সহ; যদু-চক্র—যাদব মণ্ডলের; দ্রুহম্—শত্রু (কংস); হত্বা—বধ করে; বিতরিষ্যে—প্রদান করব; সুহৃৎ—আমার সুহৃদগণকে; প্রিয়ম্—আনন্দ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে তোমার গৃহে আগমন করব, কিন্তু প্রথমে আমি অবশ্যই যদু-মণ্ডলের শত্রুকে হত্যা করে আমার সুহৃদগণকে আনন্দ প্রদান করব।

তাৎপর্য

শ্লোক ১৬তে অক্রূর কৃষ্ণকে *যদূত্তম* অর্থাৎ "যদুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" রূপে স্তুতি করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই বলে তা নিশ্চিত করছেন, "যেহেতু আমি যদুশ্রেষ্ঠ, তাই আমার অবশ্যই যদুগণের শত্রু কংসকে হত্যা করা উচিত আর তারপর আমি তোমার গৃহে আগমন করব।"

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

এবমুক্তো ভগবতা সোঽক্রূরো বিমনা ইব ।
পুরীং প্রবিষ্টঃ কংসায় কর্মাবেদ্য গৃহং যযৌ ॥ ১৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; উক্তঃ—বললে; ভগবতা—ভগবান; সঃ—তিনি; অক্রূরঃ—অক্রূর; বিমনাঃ—দুঃখিতের; ইব—মতো; পুরীম্—নগরীতে; প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করে; কংসায়—কংসকে; কর্ম—নিজ কার্যকলাপ বিষয়ে; আবেদ্য—অবহিত করে; গৃহম্—নিজ গৃহে; যযৌ—গমন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান এইভাবে বললে, অক্রূর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন। তিনি রাজা কংসকে নিজ কর্মের সফলতা বিষয়ে অবহিত করে গৃহে গমন করলেন।

শ্লোক ১৯

অথাপরাহ্ণে ভগবান্ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ।
মথুরাং প্রাবিশদ্ গোপৈর্দিদৃক্ষুঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৯ ॥

অথঃ—অতঃপর; অপর-অহ্ণে—অপরাহ্ণে; ভগবান্—ভগবান; কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণ; সঙ্কর্ষণ-অন্বিতঃ—শ্রীবলরামের সঙ্গে একত্রে; মথুরাম্—মথুরা; প্রাবিশদ্—প্রবেশ করলেন; গোপৈঃ—গোপবালক দ্বারা; দিদৃক্ষুঃ—দর্শনেচ্ছায়; পরিবারিতঃ—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা দর্শন বাসনায় অপরাহ্ণে শ্রীবলরাম ও গোপবালকগণকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২০-২৩

দদর্শ তাং স্ফাটিকতুঙ্গগোপুর-
দ্বারাং বৃহদ্ধেমকপাটতোরণাম্ ।
তাম্রারকোষ্ঠাং পরিখাদুরাসদাম্
উদ্যানরম্যোপবনোপশোভিতাম্ ॥ ২০ ॥
সৌবর্ণশৃঙ্গাটকহর্ম্যনিষ্কুটৈঃ
শ্রেণীসভাভির্ভবনৈরুপস্কৃতাম্ ।
বৈদূর্যবজ্রামলনীলবিদ্রুমৈর্
মুক্তাহরিদ্ভির্বলভীষু বেদিষু ॥ ২১ ॥
জুষ্টেষু জালামুখরন্ধ্রকুট্টিমেষ্
আবিষ্টপারাবতবর্হিনাদিতাম্ ।
সংসিক্তরথ্যাপণমার্গচত্বরাং
প্রকীর্ণমাল্যাঙ্কুরলাজতণ্ডুলাম্ ॥ ২২ ॥
আপূর্ণকুম্ভৈর্দধিচন্দনোক্ষিতৈঃ
প্রসূনদীপাবলিভিঃ সপল্লবৈঃ ।
সবৃন্দরম্ভাক্রমুকৈঃ সকেতুভিঃ
স্বলঙ্কৃতদ্বারগৃহাং সপট্টিকৈঃ ॥ ২৩ ॥

দদর্শ—তিনি দর্শন করলেন; **তাম্**—সেই (নগরী); **স্ফাটিক**—স্ফটিকের; **তুঙ্গ**—সুউচ্চ; **গোপুর**—পুরদ্বার; **দ্বারাম্**—গৃহদ্বার; **বৃহৎ**—বিশাল; **হেম**—স্বর্ণ; **কপাট**—দরজা; **তোরণাম্**—এবং তোরণসমূহ; **তাম্র**—তামার; **আর**—ও পিতল; **কোষ্ঠাম্**—ধান্যাগার; **পরিখা**—পরিখা; **দুরাসদাম্**—দুর্গম; **উদ্যান**—জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বাগান; **রম্য**—আকর্ষণীয়; **উপবন**—ফুলের বাগান; **উপশোভিতাম্**—শোভাবর্ধন করছিল; **সৌবর্ণ**—স্বর্ণ; **শৃঙ্গাটক**—চতুষ্পথ; **হর্ম্য**—অট্টালিকা; **নিষ্কুটৈঃ**—এবং আনন্দ উদ্যান; **শ্রেণী-সভাভিঃ**—এক জাতীয় শিল্পোপজীবীদের উপবেশন স্থান; **ভবনৈঃ**—ও অন্যান্য গৃহ; **উপস্কৃতাম্**—অলঙ্কৃত ছিল; **বৈদূর্য**—বৈদূর্যমণি দ্বারা;

বজ্র—হীরক; **অমল**—স্ফটিক; **নীল**—নীলকান্তমণি; **বিদ্রুমৈঃ**—প্রবাল; **মুক্তা**—মুক্তা; **হরিদ্ভিঃ**—এবং মরকত; **বলভীষু**—বলভি (গৃহাগ্রভাগস্থিত বক্রকাষ্ঠময় আচ্ছাদন); **বেদিষু**—বেদি (গৃহসম্মুখে নির্মিত বিশ্রাম স্থান); **জুষ্টেষু**—ভূষিত; **জাল-আমুখ**—গবাক্ষ মুখ, ছিদ্রপথ; **রন্ধ্র**—উন্মুক্ত পথ; **কুট্টিমেষু**—মণিবদ্ধ ভূমিতল; **আবিষ্ট**—উপবিষ্ট; **পারাবত**—পায়রা; **বর্হি**—এবং ময়ূরেরা; **নাদিতাম্**—শব্দ করছিল; **সংসিক্ত**—জলসিক্ত; **রথ্যা**—রাজপথ; **আপণ**—পণ্যবীথিকা; **মার্গ**—সাধারণ পথ; **চত্বরাম্**—অঙ্গন; **প্রকীর্ণ**—বিক্ষিপ্ত ছিল; **মাল্য**—পুষ্পমালা; **অঙ্কুর**—অঙ্কুর; **লাজ**—লাজ (খই); **তণ্ডুলাম্**—তণ্ডুল; **আপূর্ণকুম্ভৈঃ**—পূর্ণকুম্ভ; **দধি**—দধি; **চন্দন**—চন্দন; **উক্ষিতৈঃ**—সিক্ত; **প্রসূন**—পুষ্প; **দীপ-আবলিভিঃ**—সারিবদ্ধ দীপমালা; **স-পল্লবৈঃ**—পত্রযুক্ত; **স-বৃন্দ**—ফলগুচ্ছ সহ; **রম্ভা**—কদলীবৃক্ষ; **ক্রমুকৈঃ**—সুপারি গাছের গুঁড়ি; **স-কেতুভিঃ**—ধ্বজাসহ; **সু-অলঙ্কৃতা**—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; **দ্বার**—দরজাগুলি; **গৃহাম্**—গৃহগুলির; **স-পট্টিকৈঃ**—পট্টিকাযুক্ত।

অনুবাদ

মথুরায় ভগবান স্ফটিক নির্মিত সুউচ্চ গোপুর ও গৃহদ্বার দর্শন করলেন যার তোরণ ও প্রধান ফটকগুলি স্বর্ণ নির্মিত, ধান্যাগার ও অন্যান্য সংগ্রহালয়সমূহ তামা ও পিতল নির্মিত এবং যার পরিখাগুলি অতি দুর্গম। মনোরম পুষ্পপ্রধান ও ফলপ্রধান বাগান দ্বারা নগরীটি সুশোভিত। প্রধান চতুষ্পথটি স্বর্ণে সজ্জিত এবং সেখানে শিল্পোজীবিগণের উপবেশন স্থান ও অন্যান্য অট্টালিকা সহ ব্যক্তিগত আরামের জন্য উদ্যানও রয়েছে। ময়ূর ও পোষা পায়রার ধ্বনিতে মথুরা মুখরিত, যারা গবাক্ষের রন্ধ্রপথে, মণিবদ্ধ মেঝেতে, গৃহ সম্মুখের বেদীতে এবং গৃহাগ্রভাগের কাঠের বক্র আচ্ছাদনে বসে থাকত। এই সমস্ত বেদী ও কাঠের বক্র আচ্ছাদন সমূহ বৈদূর্য, হীরক, স্ফটিক, নীলকান্তমণি দ্বারা বিদ্রুম, মুক্তা ও মরকতমণি দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সকল রাজপথ ও পণ্য-বীথিকাসমূহ জলে সিক্ত থাকত এবং পথের ধার ও অঙ্গনসমূহ সর্বত্র ফুল মালা, অঙ্কুর, লাজ ও তণ্ডুল বিক্ষিপ্ত ছিল। গৃহের প্রবেশদ্বারসমূহ আম্রপল্লবে সজ্জিত, চন্দন চর্চিত, দধি অনুলেপিত জলপূর্ণ কলসে বিস্তারিতভাবে শোভিত ছিল এবং ফুলদল ও পট্টিকা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কলসীর নিকটেই পতাকা, দীপমালা, ফলগুচ্ছ সমন্বিত কদলী ও সুপারী বৃক্ষ ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিস্তারিতভাবে বিভূষিত কলসের এই বর্ণনা প্রদান করেছেন—"প্রবেশদ্বারের দুই দিকেই ছড়ানো তণ্ডুলের উপর কলসী স্থাপন করা হয়। প্রতিটি কলসীকে বেষ্টন করে থাকে ফুলের পাপড়ি, এর গলায় পট্টিকা এবং

মুখে থাকে আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষের পল্লব। প্রতিটি কলসীর উপরে সোনার থালায় সাজানো সারিবদ্ধ প্রদীপ। প্রতিটি কলসীর দুই পাশে কলা গাছ এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে সুপারি গাছ দাঁড় করানো। কলসীর গায়ে দাঁড় করানো একটি পতাকা।"

শ্লোক ২৪

তাং সম্প্রবিষ্টৌ বসুদেবনন্দনৌ
বৃতৌ বয়স্যৈর্নরদেববর্ত্মনা ।
দ্রষ্টুং সমীয়ুস্ত্বরিতাঃ পুরস্ত্রিয়ো
হর্ম্যাণি চৈবারুরুহুর্নৃপোৎসুকাঃ ॥ ২৪ ॥

তাম্—সেখানে (মথুরায়); সম্প্রবিষ্টৌ—প্রবেশ করলে; বসুদেব—বসুদেবের; নন্দনৌ—পুত্রদ্বয়; বৃতৌ—বেষ্টিত হয়ে; বয়স্যৈঃ—তাঁদের সমবয়সী সখাগণ; নরদেব—রাজার; বর্ত্মনা—পথে; দ্রষ্টুম্—দর্শনের জন্য; সমীয়ু—একত্রে আগমন করল; ত্বরিতাঃ—সত্বর; পুর—নগরীর; স্ত্রীয়ঃ—নারীগণ; হর্ম্যাণি—তাঁদের গৃহের; চ—এবং; এব—ও; আরুরুহুঃ—তাঁরা উপরে আরোহণ করলেন; নৃপ—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); উৎসুকাঃ—উৎসুক হয়ে।

অনুবাদ

তাঁদের গোপ-বালক সহচরগণ পরিবৃত হয়ে তাঁরা নগরীর রাজপথে প্রবেশ করলে মথুরার নারীগণ সত্বর সমবেত হয়ে বসুদেবের দুই পুত্রকে দর্শন করার জন্য নির্গত হলেন। হে রাজন, কোন কোন নারী তাঁদের দর্শন করার জন্য অতি উৎসুক হয়ে তাঁদের গৃহের উপরে আরোহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

কাশ্চিদ্বিপর্যগ্ধৃতবস্ত্রভূষণা
বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেষ্বথাপরাঃ ।
কৃতৈকপত্রশ্রবণৈকনূপুরা
নাঙ্ক্ত্বা দ্বিতীয়ং ত্বপরাশ্চ লোচনম্ ॥ ২৫ ॥

কাশ্চিৎ—তাঁদের কেউ; বিপর্যক্—বিপর্যস্ত; ধৃত—পরিধান করেছিলেন; বস্ত্র—তাঁদের বসন; ভূষণাঃ—আভরণ; বিস্মৃত্য—বিস্মৃত হয়ে; চ—এবং; একম্—একটি; যুগলেষু—যুগলের; অথ—এবং; অপরাঃ—অন্যান্যগণ; কৃত—ধারণ করে; এক—কেবলমাত্র একটি; পত্র—কুণ্ডল; শ্রবণ—তাঁদের কর্ণদ্বয়ে; এক—অথবা একটি;

নূপুরাঃ—নূপুর; ন অঙ্ক্তা—অঞ্জন ধারণ না করে; দ্বিতীয়ম্—দ্বিতীয়; তু—কিন্তু; অপরাঃ—অপর নারীগণ; চ—এবং; লোচনম্—একটি নেত্রে।

অনুবাদ

কোন কোন নারী তাঁদের বস্ত্র ও আভরণ বিপর্যস্তভাবে পরিধান করেছিলেন, অন্যরা তাঁদের একটি করে কর্ণকুণ্ডল ও নূপুর ধারণ করতে বিস্মৃত হয়েছিলেন আর অপর নারীগণ একটি নেত্রে অঞ্জন ধারণ করলেন কিন্তু অন্যটিতে করলেন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য নারীগণ অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েছিলেন আর তাঁদের দ্রুততার উত্তেজনায় তাঁরা নিজেদেরই বিস্মৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

অশ্নন্ত্য একাস্তদপাস্য সোৎসবা
অভ্যজ্যমনা অকৃতোপমজ্জনাঃ ।
স্বপন্ত্য উত্থায় নিশম্য নিঃস্বনং
প্রপায়য়ন্ত্যোঽর্ভমপোহ্য মাতরঃ ॥ ২৬ ॥

অশ্নন্ত্যঃ—ভোজন করতে করতে; একাঃ—কেউ কেউ; তৎ—তা; অপাস্য—পরিত্যাগ করে; স-উৎসবাঃ—হর্ষভরে; অভ্যজ্যমানাঃ—তৈলমর্দন অবস্থায়; অকৃত—শেষ না করে; উপমজ্জনাঃ—তাঁদের স্নান; স্বপন্ত্যঃ—নিদ্রা হতে; উত্থায়—উত্থিত হয়ে; নিশম্য—শ্রবণ করে; নিঃস্বনম্—জনকোলাহল; প্রপায়য়ন্ত্যঃ—স্তন্য দান করা; অর্ভম্—শিশুকে; অপোহ্য—সরিয়ে রেখে; মাতরঃ—মায়েরা।

অনুবাদ

যাঁরা ভোজন করছিলেন তাঁরা তা পরিত্যাগ করলেন, কেউ কেউ তাঁদের স্নান বা তৈলমর্দন অসমাপ্ত রেখেই নির্গত হলেন, যে সকল নারীরা নিদ্রিত ছিলেন, সহসা জন কোলাহল শ্রবণ করে উত্থিত হলেন এবং মায়েরা যাঁরা শিশুদের স্তন্য দান করছিলেন, তাঁরা শিশুদের একেবারেই সরিয়ে রাখলেন।

শ্লোক ২৭

মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ
প্রগল্‌ভলীলাহসিতাবলোকৈঃ ।
জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো
দৃশাং দদচ্ছ্রীরমণাত্মনোৎসবম্ ॥ ২৭ ॥

মনাংসি—মন; **তাসাম্**—তাঁদের; **অরবিন্দ**—পদ্মসম; **লোচনঃ**—নেত্রদ্বয়; **প্রগল্‌ভ**—প্রগল্‌ভ, **লীলা**—লীলাসহ; **হসিত**—হাস্য; **অবলোকৈঃ**—তাঁর দৃষ্টিপাত দ্বারা; **জহার**—হরণ করেছিলেন; **মত্ত**—মত্ত; **দ্বিরদ-ইন্দ্র**—গজেন্দ্রতুল্য; **বিক্রমঃ**—বিক্রমশালী; **দৃশাম্**—তাঁদের নয়নের; **দদৎ**—বিতরণ করেন; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীকে; **রমণ**—যা আনন্দের উৎস; **আত্মনা**—তাঁর শরীর দ্বারা; **উৎসবম্**—উৎসব।

অনুবাদ

নিজ প্রগল্‌ভ লীলা স্মরণ করে হাস্যযুক্ত কমল-লোচন ভগবানের অবলোকনের দ্বারা সেই সব নারীদের মন মুগ্ধ হয়েছিল। লক্ষ্মীদেবীর আনন্দের উৎস তাঁর দিব্য দেহ দ্বারা মত্ত গজেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী পদচারণা করে তিনি তাঁদের নয়নোৎসবের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

দৃষ্ট্বা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুতচেতসস্তং
তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ ।
আনন্দমূর্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধং
হৃষ্যত্ত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিম্ ॥ ২৮ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **মুহুঃ**—বারম্বার; **শ্রুতম্**—শ্রবণ করে; **অনুদ্রুত**—দ্রবীভূত হল; **চেতসঃ**—তাঁদের হৃদয়; **তম্**—তাঁকে; **তৎ**—তাঁর; **প্রেক্ষণ**—দৃষ্টিপাত; **উৎ-স্মিত**—এবং উদ্‌গত হাস্য; **সুধা**—অমৃত দ্বারা; **উক্ষণ**—সিঞ্চন করা; **লব্ধ**—প্রাপ্ত; **মানাঃ**—সম্মান; **আনন্দ**—আনন্দ; **মূর্তিম্**—নিজস্ব স্বরূপ; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করলেন; **দৃশা**—তাঁদের নয়নের মাধ্যমে; **আত্ম**—নিজেদের মধ্যে; **লব্ধম্**—লাভ করলেন; **হৃষ্যৎ**—রোমাঞ্চিত; **ত্বচঃ**—তাঁদের চর্ম; **জহুঃ**—তাঁরা ত্যাগ করল; **অনন্তম্**—অনন্ত; **অরিন্দম**—হে শত্রু দমনকারী (পরীক্ষিৎ); **আধিম্**—মনোব্যথা।

অনুবাদ

মথুরার নারীগণ বার বার কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেছিলেন আর তাই তাঁকে দর্শন করা মাত্র তাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছিল। তিনি তাঁদের উপর তাঁর উদ্‌গত হাস্য ও দৃষ্টিপাতের অমৃত সিঞ্চন করায় তাঁরা সম্মানিত বোধ করেছিলেন। নয়নের মাধ্যমে তাঁকে তাঁদের হৃদয়ে গ্রহণ করে আনন্দময় বিগ্রহ স্বরূপ তাঁকে তাঁরা আলিঙ্গন করে রোমাঞ্চিত হলেন। হে শত্রুদমনকারী, এইভাবে তাঁর অনুপস্থিতিজনিত অনন্ত মনোব্যথা তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ প্রীত্যুৎফুল্লমুখাম্বুজাঃ ।
অভ্যবর্ষন্ সৌমনস্যৈঃ প্রমদা বলকেশবৌ ॥ ২৯ ॥

প্রাসাদ—প্রাসাদের; **শিখর**—ছাদে; **আরূঢ়াঃ**—আরোহণকারীগণ; **প্রীতি**—প্রীতি; **উৎফুল্ল**—উৎফুল্লিত; **মুখ**—তাঁদের মুখ; **অম্বুজাঃ**—পদ্মসম; **অভ্যবর্ষন্**—তাঁরা বর্ষণ করলেন; **সৌমনসৈঃ**—পুষ্প; **প্রমদাঃ**—রমণীগণ; **বলকেশবৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণ।

অনুবাদ

প্রাসাদ শিখরে আরোহণকারী প্রীতি উৎফুল্লিত-বদনকমল যুক্তা রমণীগণ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

দধ্যক্ষতৈঃ সোদপাত্রৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈরভ্যুপায়নৈঃ ।
তাবানর্চুঃ প্রমুদিতাস্তত্র তত্র দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০ ॥

দধি—দধি; **অক্ষতৈঃ**—অভগ্ন যব; **স**—এবং; **উদপাত্রৈঃ**—জলপূর্ণ ঘট; **স্রক্**—মালা; **গন্ধৈঃ**—গন্ধ-দ্রব্য; **অভ্যুপায়নৈঃ**—এবং পূজার অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে; **আনর্চুঃ**—পূজা করলেন; **প্রমুদিতাঃ**—পরম হর্ষে; **তত্র তত্র**—স্থানে স্থানে; **দ্বি-জাতয়ঃ**—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

পথিমধ্যে সর্বত্র দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণগণ দধি, অভগ্ন যব, জলপূর্ণ ঘট, মালা, গন্ধ দ্রব্য যেমন চন্দন ও পূজার অন্যান্য উপকরণ সহযোগে তাঁদের অর্চনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

ঊচুঃ পৌরা অহো গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ মহৎ ।
যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ ॥ ৩১ ॥

ঊচুঃ—বললেন; **পৌরাঃ**—পুরনারীগণ; **অহো**—আহা; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ (বৃন্দাবনের); **তপঃ**—তপস্যা; **কিম্**—কি; **অচরন্**—করেছিলেন; **মহৎ**—মহা; **যাঃ**—যাঁরা; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **এতৌ**—এই দুজনকে; **অনুপশ্যন্তি**—নিরন্তর দর্শন করে; **নর-লোক**—নরলোকের; **মহা-উৎসবৌ**—আনন্দের পরম উৎস স্বরূপ।

অনুবাদ

মথুরার নারীগণ উচ্চৈঃস্বরে বললেন—আহা, গোপীগণ কি মহা-তপস্যাই না জানি করেছিলেন যার ফলে নরলোকের পরমানন্দের উৎসস্বরূপ কৃষ্ণ ও বলরামকে নিরন্তর দর্শন করেন!

শ্লোক ৩২

রজকং কঞ্চিদায়ান্তং রঙ্গকারং গদাগ্রজঃ ।
দৃষ্ট্বাযাচত বাসাংসি ধৌতান্যত্যুত্তমানি চ ॥ ৩২ ॥

রজকম্—রজক; কঞ্চিৎ—কোন এক; আয়ান্তম্—আসতে; রঙ্গ-কারম্—বস্ত্ররঞ্জক; গদ-অগ্রজঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; দৃষ্ট্বা—দেখে; অযাচত—প্রার্থনা করলেন; বাসাংসি—বস্ত্র; ধৌতানি—ধৌত; অতি-উত্তমানি—অতি উত্তম; চ—এবং।

অনুবাদ

বস্ত্ররঞ্জক এক রজককে আসতে দেখে কৃষ্ণ তার কাছে ধৌত উত্তম বস্ত্র প্রার্থনা করলেন।

শ্লোক ৩৩

দেহ্যাবয়োঃ সমুচিতান্যঙ্গ বাসাংসি চার্হতোঃ ।
ভবিষ্যতি পরং শ্রেয়ো দাতুস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

দেহি—দান কর; অবয়োঃ—আমাদের দু'জনকে; সমুচিতানি—উপযুক্ত; অঙ্গ—হে প্রিয়; বাসাংসি—বস্ত্র; চ—এবং; অর্হতোঃ—যোগ্য; ভবিষ্যতি—হবে; পরম্—পরম; শ্রেয়ঃ—মঙ্গল; দাতুঃ—দান কর; তে—তোমার; ন—নেই; অত্র—এই বিষয়ে; সংশয়ঃ—সন্দেহ।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] দানের যোগ্য পাত্র আমাদের দু'জনকে উপযুক্ত বস্ত্র দান কর। তুমি যদি এই দান কর, তা হলে নিঃসন্দেহে তোমার পরম মঙ্গল হবে।

শ্লোক ৩৪

স যাচিতো ভগবতা পরিপূর্ণেন সর্বতঃ ।
সাক্ষেপং রুষিতঃ প্রাহ ভৃত্যো রাজ্ঞঃ সুদুর্মদঃ ॥ ৩৪ ॥

সঃ—সে; যাচিতঃ—প্রার্থিত হয়ে; ভগবতা—ভগবান কর্তৃক; পরিপূর্ণেন—পরিপূর্ণ; সর্বতঃ—সর্বতোভাবে; স-আক্ষেপম্—ভৎর্সনাপূর্বক; রুষিতঃ—ক্রোধে; প্রাহ—বলতে লাগল; ভৃত্যঃ—ভৃত্য; রাজ্ঞঃ—রাজার; সু—অত্যন্ত; দুর্মদঃ—দুরভিমানী।

অনুবাদ

এইভাবে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে সেই উদ্ধত রাজভৃত্য ক্রুদ্ধ হয়ে ভৎর্সনা করে উত্তর দিল।

শ্লোক ৩৫

ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ ।
পরিধত্ত কিম্ উদ্‌বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ ॥ ৩৫ ॥

ঈদৃশানি—এই ধরনের; এব—বস্তুতঃ; বাসাংসি—বস্ত্র; নিত্যম্—সর্বদা; গিরি—পর্বতে; বনে—বনে; চরাঃ—চারণকারী; পরিধত্ত—পরিধান করে; কিম্—কি; উদ্‌বৃত্তাঃ—নির্লজ্জ; রাজ—রাজার; দ্রব্যাণি—দ্রব্য; অভীপ্সথ—প্রার্থনা করছ।

অনুবাদ

[রজক বলল—] তোমরা নির্লজ্জ বালক! তোমরা পাহাড়ে বনে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত আর তোমরা কি না এই ধরনের বস্ত্র পরিধানের ধৃষ্টতা করছ! এই সমস্ত রাজদ্রব্য তোমরা প্রার্থনা করছ!

শ্লোক ৩৬

যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা ।
বধ্নন্তি ঘ্নন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি বৈ ॥ ৩৬ ॥

যাত—চলে যাও; আশু—সত্বর; বালিশাঃ—মূর্খগণ; মা—কর না; এবম্—এরূপ; প্রার্থ্যম্—প্রার্থনা; যদি—যদি; জিজীবিষা—বাঁচবার ইচ্ছা থাকে; বধ্নন্তি—বন্ধন; ঘ্নন্তি—বধ; লুম্পন্তি—নিঃস্ব করে; দৃপ্তম্—দৃপ্ত; রাজকুলানি—রাজপুরুষগণ; বৈ—বস্তুত।

অনুবাদ

হে মূর্খগণ, সত্বর এখান থেকে চলে যাও। যদি তোমাদের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হলে এভাবে প্রার্থনা কর না। যখন কেউ অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে ওঠে, রাজপুরুষেরা তাকে বন্ধন করে বধ করে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করে।

শ্লোক ৩৭

এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো দেবকীসুতঃ ।
রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাতয়ৎ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে; বিকত্থমানস্য—আত্মশ্লাঘাপরায়ণ; কুপিতঃ—ক্রুদ্ধ; দেবকী-সূতঃ—কৃষ্ণ, দেবকীনন্দন; রজকস্য—রজকের; কর—এক হস্তের; অগ্রেণ—অগ্রভাগ দ্বারা; শিরঃ—মস্তক; কায়াৎ—দেহ থেকে; অপাতয়ৎ—বিচ্যুত করলেন।

অনুবাদ

রজকের এরূপ আত্মশ্লাঘাপরায়ণ কথায় দেবকীনন্দন ক্রুদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র তাঁর করাগ্র দ্বারা তিনি তার মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করলেন।

শ্লোক ৩৮

তস্যানুজীবিনঃ সর্বে বাসঃকোশান্ বিসৃজ্য বৈ ।
দুদ্রুবুঃ সর্বতো মার্গং বাসাংসি জগৃহেঽচ্যুতঃ ॥ ৩৮ ॥

তস্য—তার; অনুজীবিনঃ—অনুজীবিগণ; সর্বে—সকল; বাসঃ—বস্ত্রের; কোশান্—পেটক সমূহ; বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; বৈ—বস্তুতঃ; দুদ্রুবুঃ—পলায়ন করল; সর্বতঃ—চতুর্দিকে; মার্গম্—পথে ফেলে; বাসাংসি—বস্ত্রসমূহ; জগৃহে—গ্রহণ করেছিলেন; অচ্যুতঃ—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

রজকের অনুজীবিগণ তাদের সকল বস্ত্রের পেটকগুলি পথে ফেলে দিয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করল। তখন ভগবান কৃষ্ণ বস্ত্রগুলি গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৩৯

বসিত্বাত্মপ্রিয়ে বস্ত্রে কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণস্তথা ।
শেষাণ্যাদত্ত গোপেভ্যো বিসৃজ্য ভুবি কানিচিৎ ॥ ৩৯ ॥

বাসিত্বা—নিজে পরিধান করে; আত্ম-প্রিয়ে—যা তাঁর পছন্দ; বস্ত্রে—দুটি বস্ত্র; কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণ; সঙ্কর্ষণঃ—বলরাম; তথা—ও; শেষাণি—অবশিষ্ট; আদত্ত—তিনি প্রদান করলেন; গোপেভ্যঃ—গোপবালকদের; বিসৃজ্য—নিক্ষেপ করলেন; ভুবি—ভূমিতে; কানিচিৎ—কতকগুলি।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের বিশেষ পছন্দের দুটি বস্ত্র পরিধান করলেন এবং তারপর কতকগুলি ভূমিতে নিক্ষেপ করে অবশিষ্ট বস্ত্র গোপবালকদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

শ্লোক ৪০

ততস্তু বায়কঃ প্রীতস্তয়োর্বেষমকল্পয়ৎ ।
বিচিত্রবর্ণৈশ্চৈলেয়ৈরাকল্পৈরণুরূপতঃ ॥ ৪০ ॥

ততঃ—অতঃপর; তু—কোন; বায়কঃ—এক তন্তুবায়; প্রীতঃ—স্নেহবশত; তয়োঃ—তাঁদের দুজনের জন্য; বেষম্—বেশ; অকল্পয়ৎ—বিন্যাস করলেন; বিচিত্র—বিভিন্ন; বর্ণৈঃ—বর্ণের; চৈলেয়ৈঃ—চেল বস্ত্র নির্মিত; আকল্পৈঃ—ভূষণসমূহ দ্বারা; অণুরূপতঃ—যথাযোগ্যভাবে।

অনুবাদ

অতঃপর এক তন্তুবায় তাঁদের দুজনের প্রতি স্নেহ অনুভব করে অগ্রসর হয়ে বিচিত্র বর্ণের চেলবস্ত্রভূষণ দিয়ে তাঁদের পোশাক সুন্দরভাবে সজ্জিত করল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, তন্তুবায় কৃষ্ণ ও বলরামকে কাপড়ের বাহুবন্ধ ও কুণ্ডল দিয়ে সজ্জিত করেছিল যা দেখতে ঠিক রত্নের মতো। *অনুরূপত* শব্দটি নির্দেশ করছে যে বর্ণসমূহ সুন্দরভাবে মানানসই হয়েছিল।

শ্লোক ৪১

নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ ।
সুলঙ্কৃতৌ বালগজৌ পর্বণীব সিতেতরৌ ॥ ৪১ ॥

নানা—বিভিন্ন; লক্ষণ—উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন; বেষাভ্যাম্—তাঁদের নিজ নিজ বেশে; কৃষ্ণ-রামৌ—কৃষ্ণ ও বলরাম; বিরেজতুঃ—শোভা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; সু-অলঙ্কৃতৌ—সুসজ্জিত; বাল—শাবক; গজৌ—হস্তী; পার্বনী—উৎসবকালীন; ইব—মতো; সিত—শ্বেত; ইতরৌ—এবং তার বিপরীত (কৃষ্ণবর্ণ)।

অনুবাদ

বিচিত্র ভূষণ সমন্বিত তাঁদের নিজ নিজ অনুপম বসনে কৃষ্ণ ও বলরামকে সমুজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তাঁদের যেন উৎসব উপলক্ষ্যে সুসজ্জিত শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের দুটি হস্তীশাবকের মতো মনে হচ্ছি—

শ্লোক ৪২

তস্য প্রসন্নো ভগবান্ প্রদাৎ সারূপ্যমাত্মনঃ ।
শ্রিয়ং চ পরমাং লোকে বলৈশ্বর্যস্মৃতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৪২ ॥

তস্য—তার প্রতি; প্রসন্নঃ—সন্তুষ্ট হয়ে; ভগবান্—ভগবান; প্রদাৎ—প্রদান করলেন; সারূপ্য—সারূপ্য মুক্তি; আত্মনঃ—আপনার; শ্রিয়ম্—ঐশ্বর্য; চ—এব; পরমাম্—পরম; লোকে—এই জগতে; বল—দৈহিক বল; ঐশ্বর্য—প্রভাব; স্মৃতি—স্মৃতি; ইন্দ্রিয়ম্—ইন্দ্রিয়পটুতা।

অনুবাদ

তন্তুবায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান কৃষ্ণ তাকে মৃত্যুর পর সারূপ্য মুক্তি ও ইহলোকে পরম ঐশ্বর্য, বল, প্রভাব, স্মৃতি ও ইন্দ্রিয় পটুতার আশিস প্রদান করলেন।

শ্লোক ৪৩

ততঃ সুদাম্নো ভবনং মালাকারস্য জগ্মতুঃ ।
তৌ দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় ননাম শিরসা ভুবি ॥ ৪৩ ॥

ততঃ—তখন; সুদাম্নঃ—সুদামার; ভবনম্—গৃহে; মালাকারস্য—পুষ্প-মাল্য প্রস্তুতকারী; জগ্মতুঃ—তাঁরা দু'জনে গমন করলেন; তৌ—তাঁদের; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; সঃ—সে; সমুত্থায়—উঠে দাঁড়াল; ননাম—প্রণত হল; শিরসা—তার মস্তক; ভুবি—ভূমিতে।

অনুবাদ

তাঁরা দুজনে অতঃপর মালাকার সুদামার গৃহে গমন করলেন। তাঁদের দর্শন করা মাত্র সুদামা উঠে দাঁড়াল এবং পরে ভূমিতে মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করল।

শ্লোক ৪৪

তয়োরাসনমানীয় পাদং চার্ঘ্যার্হণাদিভিঃ ।
পূজাং সানুগয়োশ্চক্রে স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ ॥ ৪৪ ॥

তয়োঃ—তাদের; আসনম্—আসন; আনীয়—আনয়ন করে; পাদ্যম্—পাদ্য; চ—এবং; অর্ঘ্য—অর্ঘ্য; অর্হণ—উপকরণ; আদিভিঃ—এবং অন্যান্য; পূজাম্—পূজা; স-অনুগয়োঃ—তাঁদের সহচরবৃন্দ সহযোগে তাঁদের দু'জনকে; চক্রে—সে সম্পাদন করল; স্রক্—মালা; তাম্বূল—তাম্বূল; অনুলেপনৈঃ—এবং ঘষা চন্দন।

অনুবাদ

তাঁদের আসন নিবেদন করে ও তাঁদের পাদ-প্রক্ষালন করার পর সুদামা অর্ঘ্য, মালা, তাম্বুল, অনুলেপন ও অন্যান্য উপচারে তাঁদের ও তাঁদের সহচরগণের অর্চনা করল।

শ্লোক ৪৫

প্রাহ নঃ সার্থকং জন্ম পাবিতং চ কুলং প্রভো ।
পিতৃদেবর্ষয়ো মহ্যং তুষ্টা হ্যাগমনেন বাম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রাহ—সে বলল; নঃ—আমাদের; স-অর্থকম্—সার্থক; জন্ম—জন্ম; পাবিতম্—পবিত্র; চ—এবং; কুলম্—বংশ; প্রভো—হে প্রভো; পিতৃ—আমার পিতৃপুরুষগণ; দেব—দেবতাগণ; ঋষয়ঃ—এবং ঋষিগণ; মহ্যম্—আমার প্রতি; তুষ্টাঃ—সন্তুষ্ট হয়েছেন; হি—বস্তুত; আগমনেন—আগমন দ্বারা; বাম্—আপনাদের দু'জনের।

অনুবাদ

[সুদামা বলল—] হে প্রভো, এখন আমাদের জন্ম সার্থক হয়েছে এবং আমার কুল পবিত্র হয়েছে। এখন আপনাদের দু'জনের এখানে আগমনে অবশ্যই আমার সকল পিতৃপুরুষগণ, দেবতাগণ ও ঋষিগণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

শ্লোক ৪৬

ভবন্তৌ কিল বিশ্বস্য জগতঃ কারণং পরম্ ।
অবতীর্ণাবিহাংশেন ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥ ৪৬ ॥

ভবন্তৌ—আপনারা দু'জনে; কিল—প্রকৃতপক্ষে; বিশ্বস্য—সমগ্র; জগতঃ—ব্রহ্মাণ্ডের; কারণম্—কারণ; পরম্—পরম; অবতীর্ণৌ—অবতরণ করেছেন; ইহ—এখানে; অংশেন—আপনার অংশসহ; ক্ষেমায়—মঙ্গলের জন্য; চ—এবং; ভবায়—উদ্ধারের জন্য; চ—ও।

অনুবাদ

আপনারা দু'জনে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ স্বরূপ। এই জগতের উদ্ধার ও মঙ্গল প্রদানের জন্য আপনারা আপনাদের অংশ প্রকাশ সহ অবতরণ করেছেন।

শ্লোক ৪৭

ন হি বাং বিষমা দৃষ্টিঃ সুহৃদোর্জগদাত্মনোঃ ।
সময়োঃ সর্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি ॥ ৪৭ ॥

ন—নেই; হি—বস্তুত; বাম্—আপনার; বিষমা—বৈষম্য; দৃষ্টিঃ—দৃষ্টি; সুহৃদোঃ—সুহৃদ; জগৎ—ব্রহ্মাণ্ডের; আত্মনোঃ—আত্ম-স্বরূপ; সময়োঃ—সমভাবাপন্ন; সর্ব—সকলের প্রতি; ভূতেষু—জীবের; ভজন্তম্—আপনাদের ভজনাকারীর; ভজতোঃ—আপনারা ভজনা করেন; অপি—এমন কি।

অনুবাদ

যেহেতু আপনারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা ও সুহৃদ, সকলের প্রতিই আপনাদের দৃষ্টি সমভাবাপন্ন। অতএব, যদিও আপনারা আপনাদের ভক্তের প্রেমময়ী ভজনার প্রতি-ভজনা করেন, আপনারা সকল সময়েই সকল জীবের প্রতি বৈষম্যভাবহীন।

শ্লোক ৪৮

তাবাজ্ঞাপয়তং ভৃত্যং কিমহং করবাণি বাম্ ।
পুংসোঽত্যনুগ্রহো হ্যেষ ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে ॥ ৪৮ ॥

তৌ—আপনারা; আজ্ঞাপয়তম্—আদেশ করুন; ভৃত্যম্—আপনাদের ভৃত্যকে; কিম্—কি; অহম্—আমি; করবাণি—করব; বাম্—আপনাদের জন্য; পুংসঃ—যে কারুরই; অতি—মহা; অনুগ্রহঃ—কৃপা; হি—বস্তুত; এষঃ—এই; ভবদ্ভিঃ—আপনার; যৎ—যেখানে; নিযুজ্যতে—সে নিযুক্ত।

অনুবাদ

দয়া করে আমাকে, আপনাদের এই ভৃত্যকে আপনারা যা খুশি নির্দেশ করুন। আপনাদের দ্বারা যে কোন কর্মে নিযুক্ত হওয়া নিশ্চিতভাবে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে মহা-আশীর্বাদ স্বরূপ।

শ্লোক ৪৯

ইত্যভিপ্রেত্য রাজেন্দ্র সুদামা প্রীতমানসঃ ।
শস্তৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্মালা বিরচিতা দদৌ ॥ ৪৯ ॥

ইতি—এইভাবে বলে; অভিপ্রেত্য—তাঁদের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করে; রাজেন্দ্র—হে সর্বোত্তম রাজা (পরীক্ষিৎ); সুদামা—সুদামা; প্রীত-মানসঃ—সন্তুষ্ট চিত্তে; শস্তৈঃ—তাজা; সু-গন্ধৈঃ—সুগন্ধি; কুসুমৈঃ—ফুলের; মালাঃ—মালা; বিরচিতাঃ—রচিত করে; দদৌ—প্রদান করলেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চলেছেন—] হে রাজেন্দ্র, এই কথা বলে সুদামা কৃষ্ণ ও বলরামের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁদের দুজনকে প্রশস্ত, সুগন্ধি ফুলের মালা নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৫০

তাভিঃ স্বলঙ্কৃতৌ প্রীতৌ কৃষ্ণরামৌ সহানুগৌ ।
প্রণতায় প্রপন্নায় দদতুর্বরদৌ বরান্ ॥ ৫০ ॥

তাভিঃ—সেই মালাসমূহে; সু-অলঙ্কৃতৌ—সুন্দররূপে বিভূষিত হয়ে; প্রীতৌ—প্রীত; কৃষ্ণ-রামৌ—কৃষ্ণ ও বলরাম; সহ—সহ; অনুগৌ—তাঁদের সহচরগণ; প্রণতায়—প্রণত; প্রপন্নায়—শরণাগত (সুদামা); দদতুঃ—তাঁরা প্রদান করলেন; বরদৌ—দুই বর প্রদাতা; বরান্—বাঞ্ছিত বর।

অনুবাদ

সেই মালাসমূহ সুন্দররূপে বিভূষিত হয়ে তাঁদের সহচরগণ সহ কৃষ্ণ ও বলরাম অত্যন্ত প্রীত হলেন। তাঁরা দুজনে শরণাগত ও তাদের সম্মুখে প্রণত সুদামাকে তার বাঞ্ছিত বর প্রদান করলেন।

শ্লোক ৫১

সোঽপি বব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি ।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্ ॥ ৫১ ॥

সঃ—সে; অপি—এবং; বব্রে—প্রার্থনা করেছিল; অচলাম্—অচল; ভক্তিম্—ভক্তি; তস্মিন্—তাঁর প্রতি; এব—একা; অখিল—সর্বভূতের; আত্মনি—পরমাত্মা; তৎ—তাঁর; ভক্তেষু—ভক্তগণ; চ—এবং; সৌহার্দম্—সৌহার্দ্য; ভূতেষু—সকল জীবের প্রতি; চ—এবং; দয়াম্—দয়া; পরাম্—অপ্রাকৃত।

অনুবাদ

সুদামা, অখিলাত্মা ভগবান কৃষ্ণের প্রতি অচলাভক্তি, তাঁর ভক্তজনের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সর্বভূতে অপ্রাকৃত করুণা প্রার্থনা করলেন।

শ্লোক ৫২

ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা শ্রিয়ং চান্বয়বর্ধিনীম্ ।
বলমায়ুর্যশঃ কান্তিং নির্জগাম্ সহাগ্রজঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি—এইভাবে; তস্মৈ—তাকে; বরম্—বর; দত্ত্বা—প্রদান পূর্বক; শ্রিয়ম্—ঐশ্বর্য; চ—এবং; অন্বয় বর্ধিনীম্—বংশপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধিশীল; বলম্—বল; আয়ুঃ—আয়ু; যশঃ—যশ; কান্তিম্—কান্তি; নির্জগাম—তিনি প্রস্থান করলেন; সহ—সহ; অগ্রজঃ—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবলরাম।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে কেবল এই সকল বরই অনুমোদন করলেন, তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি তাকে বংশপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধিশীল ঐশ্বর্য, বল, আয়ু, যশ, কান্তি প্রদান করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ ও তাঁর অগ্রজ সহ প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্য

দুষ্ট রজকের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার এবং ভক্ত মালাকার সুদামার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে স্পষ্ট তারতম্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি। তাঁকে অগ্রাহ্যকারীর প্রতি ভগবান যেমন বজ্রসম কঠিন, তেমনই তাঁর শরণাগতের প্রতি তিনি ফুলের মতোই কোমল। তাই স্পষ্টত আমাদের স্বার্থেই ঐকান্তিকভাবে ভগবান কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া উচিত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরা প্রবেশ' নামক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।